বার কাউন্সিল MCQ পরীক্ষা প্রস্তুতির জন্য
এক অনন্যসাধারণ বই!

একটি চিরুনি অভিযান [MCQ পর্ব]

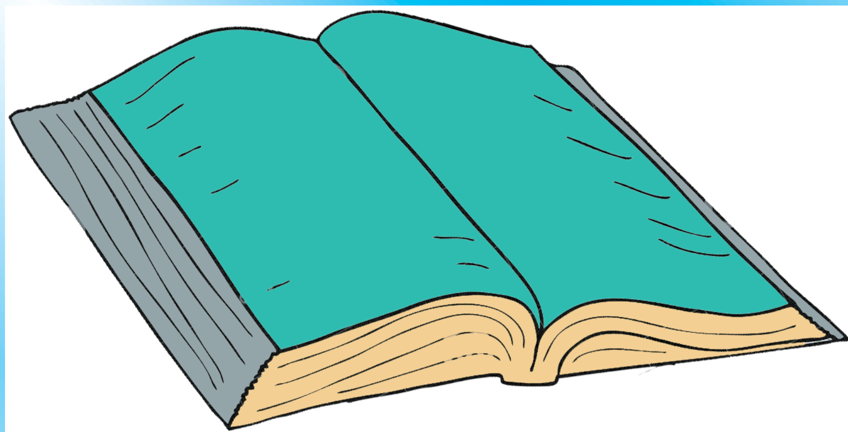

বইটি কাদের জন্য?

এডভোকেট তালিকাভুক্তির এমসিকিউ পরীক্ষার্থী

জুডিসিয়াল সার্ভিস [প্রিলিমিনারি] পরীক্ষার্থী

এলএলবি প্রিলি. ও এলএলবি ফাইনাল পরীক্ষার্থী

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এলএলবি অনার্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী

১ম সংস্করণ

জানুয়ারি, ২০১৮

মুরাদ মোর্শেদ
এডভোকেট
CEO : www.juicylaw.com
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : জুসি ল একাডেমি

যে কারণে এই বইটি আপনার জন্য অপরিহার্য

মূল ধারা

বার কাউন্সিলের সিলেবাসের **৭টি আইনের বেয়ার এ্যাক্ট!!** ধারাগুলোর কী ওয়ার্ডগুলো জোরারোপ চিহ্নিত করা আছে যেন সহজেই ধারাটি উপলব্ধি করা যায়! ক্ষেত্রবিশেষে ধারাগুলো নিয়ে যেন কোনো কনফিউশন না থাকে সেজন্য প্রাসঙ্গিকভাবে **শিরোনাম ও ধারাতে মূল ইংরেজি ভার্সনও যুক্ত করা আছে**।

ম্যাপিং

বার কাউন্সিলের সিলেবাসের অনুসরণে প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা, সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে প্রারম্ভিকা আছে।

অধ্যায় বিভক্তি

বার কাউন্সিলের সিলেবাস অনুসরণে গোছানো প্রতিটি অধ্যায়। সিলেবাসে একাধিক বিষয়বস্তু উল্লেখ থাকলেও সম্পর্কিত বিষয়সমূহ একসাথে করেই আলোচনা ও অধ্যায় বিভক্ত করা আছে।

আলোচনা

গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলোর অসাধারণ সহজ-প্রাণবন্ত আলোচনা। আলোচনার ভেতরে জোরারোপ চিহ্নিত করা আছে যেন সহজেই আলোচনাটি উপলব্ধি করা যায়।

ব্যাখ্যাসহ এমসিকিউ

বাছাইকৃত এমসিকিউ। **সাথে সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোর উল্লেখ আছে যেন সহজেই মূল ধারাটি আবারো দেখতে পারেন**। এমনকি সেই অধ্যায়ে বার ও জুডিসিয়ারিতে আসা বিগত সালের প্রশ্নগুলোসহ এমসিকিউ প্রশ্ন যুক্ত করা আছে।

অনলাইন সুবিধা [মডেল টেস্ট]

বইয়ের ক্রেতারা অনলাইনে ফ্রি মডেল টেস্ট দিতে পারবেন!! **প্রত্যেক বৈধ ক্রেতার জন্য আলাদা কোড রয়েছে**। বিস্তারিত পরের পৃষ্ঠায় দেখুন।

অনলাইন সুবিধা [মূল কনটেন্ট]

হ্রাসকৃত মূল্যে অনলাইন কনটেন্ট পাওয়ার সুবিধা পাবেন বইয়ের ক্রেতারা। ফলে, বই বগলদাবা করে ঘুরে বেড়াতে হবে না। **যেখানে সেখানে বসে মোবাইলেই প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে পারবেন**। বিস্তারিত পরের পৃষ্ঠায় দেখুন।

চিরুনি অভিযানের বৈধ ক্রেতাদের বিশেষ সুবিধাগুলো কী কী

ফ্রি

'একটি চিরুনি অভিযান [MCQ পর্ব]'– বইটির বৈধ ক্রেতা হলেই এই বইয়ে থাকা বাছাইকৃত এমসিকিউগুলো দিয়ে র‌্যানডমলি সাজানো মডেল টেস্ট দিতে পারবেন juicylaw.com অনলাইনে। এটি পুরোটাই ফ্রি!
[লক্ষ্য করুন, এই বইয়েরই শেষতম পৃষ্ঠায় একটি কুপন নম্বর লাগানো আছে। সেই কুপন নম্বর দিয়ে নির্ধারিত ০১৭৯৬-৯৮৩১৯৯ অথবা ০১৭১২-৭৯০১১১ নম্বরে ফোন করে আপনার আইডি নিতে হবে।]

৩০০ টাকা

'একটি চিরুনি অভিযান [MCQ পর্ব]'– বইটির বৈধ ক্রেতা হলেই আপনি মাত্র ৩০০ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়ে **হাজার হাজার এমসিকিউ এর মডেল টেস্ট ঘরে বসে অনলাইনেই দিতে পারবেন।**
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন : ০১৭৯৬-৯৮৩১৯৯
ভর্তি হতে সরাসরি যোগাযোগ করুন : ০১৭১২-৭৯০১১১

৫০০ টাকা

'একটি চিরুনি অভিযান [MCQ পর্ব]'– বইটির বৈধ ক্রেতা হলেই আপনি মাত্র ৫০০ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়ে বইটির কনটেন্ট এর অনলাইন ভার্সনের আইডি নিতে পারেন। **এতে করে হাতের কাছে বই না থাকলেও অনলাইনে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবেন এবং সীমিত পরিসরে মডেল টেস্ট দিতে পারবেন।**
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন : ০১৭৯৬-৯৮৩১৯৯
ভর্তি হতে সরাসরি যোগাযোগ করুন : ০১৭১২-৭৯০১১১

১৫০০ টাকা

জ্যুসি ল [juicylaw.com] এ বার এমসিকিউ প্রস্তুতির অনলাইন কোর্স ফি ২০০০/- টাকা থেকে কমিয়ে **বর্তমানে মাত্র ১৫০০/- টাকা!!**
আর এই টাকায় অনলাইন আইডি নিলেই এড. মুরাদ মোর্শেদ প্রণীত **'একটি চিরুনি অভিযান [MCQ পর্ব]'– বইটি সম্পূর্ণ ফ্রি!**

জরুরি প্রয়োজনে, কোনো পরামর্শ ও মতামত দিতে অথবা পেতে চাইলে অথবা উপরোক্ত নম্বরগুলোতে রিচ করা না গেলে সরাসরি এডভোকেট মুরাদ মোর্শেদ এর সাথে অথবা মি. মাজেদ চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তাঁদের নম্বর যথাক্রমে ০১৭১২-৯০৮৫৬১ ও ০১৮৬১-৫৬৫৯৮১।

৮৭২ পৃষ্ঠার এই বইটির

দোকান থেকে ক্রয়মূল্য পড়বে
৭০০/- টাকা [একদাম]

কুরিয়ারে বইটি পাওয়া যাবে
৬৫০/- টাকা [একদাম]

কুরিয়ারে বই পেতে ফোন দিন

০১৭১২-৯০৮৫৬১ [এডভোকেট মুরাদ মোর্শেদ]
০১৭৯৬-৯৮৩১৯৯ [নাবিল নেয়াজ]

সারাদেশে প্রাপ্তিস্থান [২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে]

ঢাকায় আরিফুজ্জামান রনি, ল পয়েন্ট, নীলক্ষেত, ঢাকা। ০১৭১২-৩৭৮৪১৩	**চট্টগ্রামে** ইয়ংবেঙ্গল, চকবাজার, চট্টগ্রাম। ০১৭৩২-০৪৫৫৩০	**সিলেটে** হীরা পাবলিকেশন্স, জিন্দাবাজার, সিলেট। ০১৯৫২-৭৯৮১৫৪
ঢাকায় তারেক ল বুক সেলার, জজ কোর্ট, ঢাকা। ০১৭২৪-২৮০৫৫৮	**চট্টগ্রামে** কামরুল বুক হাউজ, আন্দরকেল্লা, চট্টগ্রাম। ০১৭১০-৯৩৫৫৬৯	**সিলেটে** জ্যুসি ল একাডেমি, সুবিদবাজার ০১৭৮০-৫৭৮৭৭৮
ঢাকায় পারভেজ, বার কাউন্সিল গেট, ঢাকা। ০১৭৬৮-৩০৮৩৯৯	**খুলনায়** আসির, সোহাগ বুক ডিপো খুলনা ০১৯১৭-১১৫৬৫৮	**কুমিল্লায়** লাকী বুক ডিপো, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা। ০১৭৩৬-৯৯৭০৪৬
রাজশাহীতে সবুজ লাইব্রেরি, সোনাদীঘি মোড় ০১৭২৬-৬৪২৮২৮	**রাজশাহীতে** প্রাইম লাইব্রেরি, সোনাদীঘি মোড় ০১৮১৮-৭৭৫৯৩১	**রাজশাহীতে** জ্যুসি ল একাডেমি, অলোকার মোড়, ০১৭৯৬-৯৮৩১৯৯
জয়পুরহাটে আব্দুল আলীম ০১৭২৩-৭৬৬৮৯৮	**কক্সবাজারে** ইমান আলী, ইমন ল বুক ০১৭২৫-২৫৮৭১১	**রংপুরে** মনি লাইব্রেরি, প্রেস ক্লাব মার্কেট, রংপুর, ০১৭৩৩-১৩৭৭৭৭

এছাড়া ঢাকায় সংহতি বইয়ের ঘর, ১২৯, কনকর্ড এম্পোরিয়াম, কাঁটাবন, শাহবাগ, ঢাকা – এই ঠিকানায় পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। ০১৭১৮-২৯২৬৮০।

একটি চিরুনি অভিযান [MCQ পর্ব]
বইটিতে কী আছে, কিভাবে আছে? কিভাবে পড়বেন?

[বইটি কিভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠবান্ধব হতে পারে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা রাখা দরকার আপনাদের। আমরা চেষ্টা করেছি যেন একজন শিক্ষার্থী পড়তে গিয়ে মাথা গুলিয়ে না ফেলে। সেই বিবেচনাতেই এই বইয়ে এক বিশেষ ধরনের কাঠামো ফলো করা হয়েছে, যা অনেক চিন্তাভাবনা করে ঠিক করা হয়েছে। যেকোনো শিক্ষার্থীর জন্য এটি বিশেষ কাজে দেবে বলে আমরা মনে করি।]

সিলেবাস, সূচিপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ধারা : বইটি যেহেতু বার কাউন্সিলের সিলেবাস ভিত্তিক, সেহেতু বইটির সিলেবাস যখন উল্লেখ করা হয়েছে, তার পাশেই সর্বশেষ কলামে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুটি কোথায় কত পৃষ্ঠায় আলোচনা বা লেকচারটি আছে, সেটি উল্লেখ আছে। এটিই বইটির সূচিপত্র। উপরন্তু, সিলেবাসের উল্লিখিত বিষয়সমূহের ঠিক ডান পাশের কলামেই বলে দেওয়া আছে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর ধারাসমূহ। ফলে, সিলেবাস দেখতে গিয়ে সহজেই সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো পাওয়া যাবে। **এই কম্বাইনড সূচিপত্র শিক্ষার্থীদের পড়াশোনাকে ভালো মেমোরাইজিং এর সুবিধা দেবে।**

পৃষ্ঠা নম্বর ও সংশ্লিষ্ট আইন : বইয়ের উপরের দিকে বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া আছে; বাম পৃষ্ঠায় বাম দিকে এবং ডান পৃষ্ঠায় ডান দিকে। এতে করে পৃষ্ঠা নম্বর সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। আবার পৃষ্ঠা নম্বরের সাথে সাথেই প্রতিটি পৃষ্ঠাতেই বইয়ের ইনারের দিকে বা ভেতরের দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে, কোন আইনটির আলোচনা চলমান অবস্থায় আছে।

লেকচার ক্রম : বইয়ের মূল পাঠ্য অংশে প্রথমেই রয়েছে লেকচার নম্বর। এই লেকচার নম্বরটি মূলত অনলাইনে যেভাবে লেকচারগুলো বিন্যস্ত আছে তারই হুবহু অনুরূপ। লেকচার নম্বরের সুবিধা হচ্ছে সহজেই সিলেবাসের কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত করে আলোচনাটি খুঁজে বের করা।

সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোর ব্যপ্তি : যে লেকচারে একটি নির্দিষ্ট আইনের যে ধারাগুলো সংশ্লিষ্ট, বা উক্ত লেকচারের আলোচ্য বিষয়– সেগুলোর পরিচয় পাওয়া যাবে এইখানে। এটি লেকচার নম্বরের ডান পাশেই একই লাইনে রাখা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়বস্তুর শিরোনাম : সিলেবাসে উল্লিখিত একটি টপিকের শিরোনাম এখানে বড় অক্ষরে বোল্ড করে উল্লেখ করা আছে। কিছু ক্ষেত্রে একাধিক শিরোনামকে একত্রিত করা হলেও সেগুলো পরস্পর ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কিত বিধায় একই লেকচারে আলোচনা করা হয়েছে। যেটাই হোকনা কেন– সিলেবাসে উল্লিখিত টপিকটিই শিরোনামে রেখে সংশ্লিষ্ট মূল ধারা ও আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বই গেটআপ-মেকআপের নমুনা চিত্র ০১

ম্যাপিং : একটি লেকচারে আপনি যা পড়তে যাচ্ছেন, সেটি কোথায় আছে সংশ্লিষ্ট আইনের, কী তার গুরুত্ব, কী তার প্রাসঙ্গিকতা, এটি পড়লে কী কী জানা যাবে, এর সাথে অন্য কোনো কিছুর ধারাবাহিক সম্পর্ক আছে কি না, বিগত সালের প্রশ্নগুলোতে সংশ্লিষ্ট লেকচার বা আলোচ্য বিষয় থেকে কতটা গুরুত্বের সাথে কয়টি প্রশ্ন এসেছিলো, ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে এই 'ম্যাপিং' শিরোনামের অংশটিতে। **মূল পাঠ শুরু করার আগে এটি আপনার পঠিতব্য বিষয় সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দেবে,** এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে আপনার পড়ার আগ্রহকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে তুলবে।

মূল আলোচনা ও বেয়ার এক্ট : মূল আলোচনা শিরোনামে প্রতিটি লেকচারের মূল আলোচনা শুরু হয়েছে। ম্যাপিং এ কিছু বেসিক তথ্য দেওয়ার পরপরই এই মূল আলোচনাটিই আপনাদের পাঠ্য বিষয় প্রধানত। মূল আলোচনার ভেতরে যখনই প্রাসঙ্গিক হয়েছে, ঠিক তখনই মূল ধারাটি সেখানে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি, কোনো শিক্ষার্থী যদি শুধু কোনো ধারার সারসংক্ষেপ পড়ে প্রস্তুতি নেয়, তিনি সাধারণত সফল হতে পারেন না। মূল ধারাটি অন্তত পড়া থাকা উচিত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর। **এটি মেমোরাইজিং অথবা পারসেপচুয়াল শিক্ষণে সর্বাধিক ফলদায়ক হিসেবে শিক্ষার্থীর কাজে লাগবে।** কখনো আগে মূল ধারা, পরে আলোচনা, আবার কখনো এর উল্টোটা, মানে যখন যেটি সুবিধাজনক হয়েছে সেভাবে এগোনো হয়েছে এই বইয়ে।

মূল ধারার ইংরেজি ভার্সন : যখন প্রয়োজন হয়েছে, বিশেষত কোনো দ্ব্যর্থবোধক শব্দে যেন কোনো দ্বিধা তৈরি না হয়, অথবা ক্ষেত্রবিশেষে মূল ইংরেজি আইনের শব্দ বা বাক্যাংশ বা শব্দবন্ধ বা ফ্রেজগুলো কিভাবে ব্যবহার হয়েছে সেটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যেন চাইলে ধারণা রাখতে পারে– সে কারণে সুযোগ পেলেই **অত্যন্ত সুচিন্তিত আকারে মূল ইংরেজি ভার্সন তুলে দেওয়া আছে।** অনেক সময় বাংলা বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করে বোঝার জন্যও ইংরেজি অংশটুকু দেখলে ভালো হবে– এটিও আমাদের বিবেচনায় ছিলো।

বই গেটআপ-মেকআপের নমুনা চিত্র ০২

মূল ধারা ও আলোচনা পৃথক সাইজে ও পৃথক ইনডেন্টে

৬৬ দণ্ডবিধি

বোল্ড-আন্ডারলাইন করে শব্দে জোরারোপ

ক্ষেত্রবিশেষে ইংরেজি অংশ

মূল ধারার আলোচনা

এইবার ধারা ৩৮।

ধারা ৩৮ : অপরাধমূলক কার্যে জড়িত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন [Persons concerned in criminal act may be guilty of different offences] : যেক্ষেত্রে **কতিপয় ব্যক্তি** কোনো **অপরাধমূলক কার্য** সংঘটনে নিয়োজিত কিংবা জড়িত হন, সেক্ষেত্রে তারা উক্ত কাজের মাধ্যমে **বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত** হতে পারেন [Where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act.]।

উদাহরণ: 'ক' এমন উগ্র প্ররোচনায় ক্ষিপ্ত হয়ে 'চ' কে আক্রমণ করে যে, তার এই আক্রমণে 'চ' নিহত হইলে তাহা শুধু অপরাধমূলক প্রাণনাশ হইবে, যাহা খুন বলিয়া গণ্য হইবে না। চ এর প্রতি খ এর বিদ্বেষ থাকায় এবং চ কে হত্যা করিবার জন্য খ এর অভিপ্রায় থাকায়, খ বিনা প্ররোচনায় চ কে হত্যার কার্যে ক কে সহায়তা করে। এই দৃষ্টান্তে ক ও খ উভয়েই চ কে হত্যার কার্যে ব্যাপৃত থাকলেও, খ খুনের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে এবং ক কেবল অপরাধমূলক প্রাণনাশের অপরাধে অপরাধী হবে।

'অপরাধমূলক প্রাণনাশ হইবে, যাহা খুন বলিয়া গণ্য হইবে না' - ধারাটির উদাহরণে ব্যবহৃত এই বাক্যাংশটির বিস্তারিত অর্থ আলোচনা এই টপিকে অসম্ভব। এটা আমরা দণ্ডবিধির ২৯৯ ও ৩০০ ধারা আলোচনার সময় বিস্তারিত বুঝে নেবো। প্রয়োজনে তখন একবার আবারো এই টপিকে এসে ৩৮ ধারাটি দেখে যাবো।

তবে ৩৮ ধারাটি এখনই আমাদের বুঝে নেয়া দরকার; সেটা অন্য উপায়ে। **বাজারের প্রচলিত অনেক বইয়ের লেখক ভুলভাবে এটাকে ৩৪ ধারার ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করেছেন। এটা ঠিক নয়।** বিভিন্ন কেস ল' এবং এই ধারার ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে, এই ধারাটি মূলত ৩৪ ধারায় বর্ণিত যৌথ দায়ের মৌলিক ধারণাকে আরো একটু প্রশস্ত বা বিস্তৃত করেছে। ৩৮ ধারা ছাড়া আসলে যৌথ দায়ের ধারণাটি সঙ্কুচিত হয়ে পড়তো এবং এমনকি ন্যায় বিচার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করতো। আমরা দু'টো সহজ **উদাহরণ** দেখি।

দুইজন চোর চুরি করতে গেছে। দুইজন মিলে তারা সিঁদ কাটলো এবং একজন ঐ সিঁদ দিয়ে ঘরে ঢুকলো, অন্যজন বাইরে থেকে গেলো। ঘরে ঢোকার পরপরই চোরটি ধরা পড়লো ঘরে অবস্থানরত মালিকের কাছে। দুইজনের হাতাহাতিতে চোরটি তার কাছে থাকা ছোরা দিয়ে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করলো মালিককে। এই উদাহরণে **অপরাধ রয়েছে দুইটি - চুরি ও খুন। চুরি বিষয়ে দুইজনেরই একই অভিপ্রায় ছিলো** ও তা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তারা নিয়েছে (ধারা ৩৪)। **কিন্তু খুন করা তাদের যৌথ অভিপ্রায় ছিলো না।** সুতরাং **একজন খুন ও চুরির দায়ে দোষী হবে এবং অন্যজন শুধুমাত্র চুরির দায়ে দোষী হবেন।** অর্থাৎ অভিপ্রায় ভিন্ন হলে দায়-দায়িত্বও ভিন্ন হয়। অভিপ্রায়ের ক্ষেত্রে ৩৪ ধারাটি অভিপ্রায়ের ঐক্যের উপস্থিতি থাকলে কি হবে তার নীতি বর্ণনা করেছে; অন্যদিকে ৩৮ ধারাটি অভিপ্রায়ের ভিন্নতার উপস্থিতি বা ঐক্যের অনুপস্থিতি ঘটলে কি হবে, সেই নীতি বর্ণনা করেছে। **মোদ্দা কথা :** একাধিক ব্যক্তি যদি একটি অপরাধমূলক কাজ করে, কিন্তু তাদের অপরাধমূলক কাজের অভিপ্রায়টি ভিন্ন ভিন্ন হয়,

শব্দে বা বাক্যাংশে জোরারোপ : মূল আলোচনার ভেতরে লেখকের কোনো আলোচনা হোক আর মূল ধারার বিষয়বস্তুই হোক না কেন, কোনো একটি বাক্যের কোন অংশ কিভাবে গুরুত্ব দিয়ে বা কোন অংশটি বা বাক্যাংশ অথবা শব্দটি ফোকাসে রেখে একটি আলোচনা বুঝতে হবে, সেটি বোল্ড-আন্ডারলাইন ইত্যাদি করে জোরারোপ করা হয়েছে যেন সহজেই একটি ধারা অথবা আলোচনা শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে। **বস্তুত, এই জোরারোপের পদ্ধতির কারণে এই বইটিই স্বয়ং একজন শিক্ষকের মতো হয়ে উঠবে একজন শিক্ষার্থীর কাছে।**

দুই কলামে আলোচনা : বইটি ক্রাউন সাইজের ১/৮ সাইজের বই বিধায় সহজেই দুই কলাম করে বইয়ের মূল কনটেন্ট সাজানো হয়েছে। এতে করে প্রস্থে অনেক লম্বা লাইন পড়ার যে অসুবিধা সেটি দূর করা গেছে। উপরন্তু এমসিকিউগুলোও দুই লাইনে হওয়াতে অধিক সংখ্যক এমসিকিউ প্রশ্ন যোগ করা গেছে এই বইতে। **পড়তে গিয়ে শিক্ষার্থীরা যেন সাধারণ বেসিক টেকনিক্যাল ডিসটার্বেন্সে না পড়ে সেই বিবেচনাতেই এখানে দুই কলামে বইটি সাজানো হয়েছে।**

ইন্ডেন্টিং : মূল ধারা যেখানেই আছে সেটি মূল কলামের বেসিক এলাইনমেন্ট থেকে সামান্য ডানদিকে সরিয়ে ইনডেন্টিং করে মেক আপ করা হয়েছে, যেন ধারাগুলোর হরফ বা ফন্ট সাইজ ছোটো করে রাখা হলেও সহজেই চোখে পড়ে যে, কোনটি মূল ধারা আর কোনটি আলোচনা বা লেখকের ভাষ্য।

ব্যাখ্যাসহ এমসিকিউ : আমরা সেই শুরু থেকেই অনলাইনে ব্যাখ্যাসহ এমসিকিউ প্রশ্ন দিয়ে আসছি যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। এই বইটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

এমসিকিউ প্রশ্ন বিষয়ক : ২০১৭ সালের বার ও জুডিসিয়ারি এমসিকিউ পরীক্ষার প্রশ্নটি আলাদাভাবে বইয়ের একদম শেষ ভাগে দেওয়া আছে। আমাদের পরামর্শ থাকবে– এই প্রশ্ন দুইটি আপনারা সলভ করবেন না। পুরো বইটি শেষ করেই এই প্রশ্ন দুইটি ফ্রেশলি সলভ করে নিজেকে একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্নে যাচাই করার দারুণ সুযোগটি কাজে লাগাবেন। সে কারণেই আমরা আমাদের লেকচারের অনুশীলনের প্রশ্নে অন্য বিগত সমস্ত প্রশ্ন যুক্ত করা থাকলেও ২০১৭ সালের আসা এই প্রশ্নগুলো একদমই যুক্ত করিনি।

সহজ উদাহরণ : ধারার ব্যাখ্যা বা আলোচনায় এই বইয়ে ব্যবহৃত উদাহরণ খুব সম্ভবত সবচে ভালো এবং শিক্ষার্থীদের মনেও থাকবে খুব সহজে। যেখানেই প্রাসঙ্গিক হয়েছে, সেখানেই সহজ উদাহরণের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের পাঠকেও করবে খুবই আনন্দদায়ক।

বিষয়সূচি বা সাবজেক্ট ইনডেক্স : যেকোনো ভালো একাডেমিক বইয়ের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো– বইয়ের শেষে বইয়ে আলোচিত বিষয়সমূহের একটি বিষয়সূচি রাখা যেন **একজন পাঠক সহজেই বিষয়বস্তুর সূচি ধরে ধরে যেকোনো আলোচনা বা টপিক খুঁজে পায়।** একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক বইয়ে এটিই সম্ভবত প্রথম দৃষ্টান্ত। বিষয়সূচিটি শিক্ষার্থীদের অনেক উপকারে দেবে বলে আমরা আশাবাদী।

বইটির বাঁধাই সম্পর্কে : তিন-চারশ পৃষ্ঠার বই বা যেকোনো মোটা বই আঠা বাইন্ডিং করলে এটি শিক্ষার্থীদের জন্য পড়তে অসুবিধাজনক হয়, কেননা এটি ঠিকমতো মেলে ধরা যায় না। অনেক সময় বইয়ের উপর পেপার ওয়েট দিয়ে রাখতে হয় অথবা শক্ত করে ধরে রেখে পড়তে হয়। পড়তে গিয়ে মাথার শক্তি ব্যয় করবেন নাকি শরীরের শক্তি ব্যয় করবেন? **সে কারণেই খরচ বেশি হলেও আমরা বইটির বাঁধাইয়ে জ্যুস সেলাইয়ের বন্দোবস্ত করেছি যেন সহজেই তা পড়ার সময় মেলে ধরা যায়। এই ধরনের বাঁধাইয়ে বই ফ্লেক্সিবল ও টেকসই হয় বেশি।** আমাদের এই বইটি আনুমানিক ৯০০ পৃষ্ঠার।

প্রিন্ট বইয়ের সাথে অনলাইন সংযোগ : সম্ভবত এই প্রথম বাংলাদেশে কোনো বইয়ের সাথে সরাসরি অনলাইন রিডিং এর সংযোগ করা হলো। এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই বইয়ের বৈধ ক্রেতা হলেই অনলাইনে কী কী বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে তা এই পিডিএফের ৩ নং পৃষ্ঠায় বলা আছে।

Content by

www.juicylaw.com

the law juicer

Published by

আইনকানুন

আইন পাঠের আনন্দধারা

Edited by

বাংলায় বাঙময়

সম্পাদনা সৌকর্য